দৈনিক বাংলা

10

তারিখ ... 08-MAY 1996

পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র উদ্ধার

ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমানের কথা হয়েছে। তারা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাইস চ্যান্সেলরগণ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে অস্ত্র উদ্ধারের উদ্যোগে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ লক্ষ্যে যে কোন সময় তৎপরতা চালাতে পারবে। আমরা সহযোগিতার এ আশ্বাসকে স্বাগত জানাই।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা দেশে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালু রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনও এর থেকে মুক্ত নয়। এরই মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক দফা তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। কিছু অস্ত্র উদ্ধার পেলেও সার্বিক ফলাফল তেমন সন্তোষজনক কিছু না। সামান্য উত্তেজনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ অস্ত্র গর্জে উঠতে দেখা যায়, তার একটি ক্ষুদ্র অংশ এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলেই সাধারণের ধারণা। আর সে ধারণা এক কথায় উড়িয়ে দেয়ারও উপায় নাই। সেই সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা স্মরণে নিলে মানতেই হবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে তা যে কোন সময় বড় আকারের বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম। কেবল শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই নয়, সার্বিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্ত্রমুক্ত করা আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানগুলোর ব্যর্থতাই প্রমাণ করে, কাজটি কত দুরূহ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একক প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হওয়ার নয়। এ কাজে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। ভাইস চ্যান্সেলরদের সহযোগিতার আশ্বাস প্রয়োজনীয় সহায়তার পথ সৃষ্টি করতে পারে বলেই আমরা মনে করি। তবে এ ক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন আছে। এই আশ্বাস যদি নেহাত 'ঠোঁটের সেবা'য় সীমাবদ্ধ থাকে, তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। আদত প্রয়োজন সক্রিয় সহযোগিতার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসলেই কেবল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট ভাইস চ্যান্সেলরগণ এ প্রশ্নে সক্রিয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের এ আশ্বাসকে অর্থবহ করে তুলবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনা কোন বিবেচনাতেই বরদাশতযোগ্য নয়।

ভাইস চ্যান্সেলরদের আশ্বাসে বাস্তব পদক্ষেপের তেমন কোন ইঙ্গিত নেই। তবে আমরা মনে করি, মর্যাদার এ উচ্চ আসন থেকে উচ্চারিত আশ্বাস নেহাত কথার কথা হতে পারে না। বাস্তব চিন্তাভাবনা কিছু এর পেছনে থাকতে বাধ্য। চিন্তা কি আছে না আছে তা জানতেও আমরা তেমন আগ্রহী নই। আমরা এর বাস্তব প্রয়োগ এবং ফলাফলই দেখতে চাই। বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্তৃত্বের এই আশ্বাসের পরও যদি লক্ষ্য অর্জিত না হয়; আশা করারও আর পথ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কথাগুলো মনে রেখেই কাজে নামতে হবে। আমরা আবারও বলছি, কেবল আসন্ন নির্বাচনই নয়, মর্যাদাশীল জাতীয় অস্তিত্বের স্বার্থেও শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যে কোন সময় অস্ত্র উদ্ধার তৎপরতা চালানো যাবে, এই আশ্বাস আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের একটি বড় অসুবিধা দূর করবে বলেই আমরা মনে করি। পদ্ধতিগত জটিলতা তৎপরতার গোপনীয়তা নষ্ট করে বলেই অভিযান সফল হয় না, এমন একটা ধারণা চালু রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় তাই সাফল্যের সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়েছে। আমরা এটুকু সম্ভাবনার ফায়দা হাসিলের পক্ষপাতী।